

প্রেক্ষাপট: স্বর্গ

(মহাদেব, নন্দী, ভৃঙ্গী, ধূমপানরত - scene ১)

মহাদেব: কিগো গিনি চা টা দিলে না ? সেই এক ঘন্টা আগে রিকোয়েস্ট করলাম।

দুর্গা : চা চা করে কানের মাথা খেয়ে ফেললো গো, সেই আধ ঘন্টা আগে থেকে বলছি, দিচ্ছি ৫ মিনিটে, শুনলে তবে না....

(চায়ের পেয়ালা হাতে প্রবেশ)

দুর্গা : এই নাও.... বলছিলাম কি যে , passport গুলো বার করে রেখেছো তো ? সকালে বলেছিলুম যে খেয়াল আছে কি?

মহাদেব: passport সে কি কাজে লাগবে? যাবে তো কোলকাতা, সেখানে আবার passport কি করতে লাগবে?

দুর্গা : কোন জগৎ থাকো !! কাল যে বললুম, এবার আর কোলকাতা যাচ্ছি না, ফি বছরই তো যাচ্ছি, এবার একটু change চাই।

মহাদেব: Change মানে 'পরিবর্তন' !!! সে তোমার ও চাই?? !!! তা ভালো।... তবে যাবে তা কোথায় শুনি??

দুর্গা : এডিনবার্গ !

মহাদেব: এডিনবার্গ !! সেটা আবার কোথায়??

দুর্গা : গাঁজা খেয়ে খেয়ে স্মৃতিশক্তি টা পুরোপুরি গেছে গো!! এডিনবার্গ গো, এডিনবার্গ , স্কটল্যান্ড।

মহাদেব: ওহ তাই বলো ওটা এডিনবার্গ নয় ওটা এডিনবরা , এডিনবার্গ বললে বুঝবো কি করে...

দুর্গা : !!!!! বড়ো এলো আমার ইংরেজী পতিদেব গো , উচ্চারণ শুধরছে, ওই হলো হলো, যা এডিনবার্গ তাই এডিনবরা.....

যেমন আমাদের মাছের ডিমের বড়া , পোস্তর বড়া , ডালবড়া তেমনি এডিনবরা মেলা না বাকিয়ে বলি পাসপোর্ট গুলো সব বার কর্ যাওতো।

মহাদেব: বাহ্! বাহ্! খুব ভালো যেও এডিনবার্গ , 'সাবাশ '

দুর্গা : এই, এই, এই কি বলে, কি বললে তুমি!!! 'সাবাশ' এর কথাটা তুমি কি করে জানলে??

মহাদেব: !!! মানে টা কি?? !!!

দুর্গা : এই যে বললে 'সাবাশ '

মহাদেব: হ্যাঁ , সাবাশ মানে তো ভালো, bravo !! এতে হয়েছে টা কি??

দুর্গা : বোলো শিগগির ওরা কি তোমাকেও invite করেছে, আমাকে না জানিয়ে? বলে ফেলো তাড়াতাড়ি , ভালো হবে না বলে দিচ্ছি

মহাদেব: ও গিনি, তোমার প্রেসার তা আবার বাড়লো না তো? কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝছি না...

দুর্গা : ওহ সত্যি জানানো তাহলে ... আমি ভাবলুম ওই এডিনবার্গ এর সাবাসের ছেলেমেয়ে গুলো তোমাকেও যোগাযোগ করেছে।..

যাই হোক, ছাড়ো, অতসব তোমার জেনে কাজ নেই, তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট গুলো বের করে রাখো, আমি যাই দেখি জল খাবারের কি ব্যবস্থা হলো...

(মা দুর্গার প্রশ্নান। ...)

(scene -২)

(নন্দী ভূঙ্গীকে ইশারায় প্রস্তাব টা দিতে বলে...)

নন্দী: প্রভু... প্রভু...

নন্দী, ভূঙ্গী একযোগে : প্রভু.....

মহাদেব: (কান চুলকাতে, চুলকাতে): আহঃ কি হলো টা কি?

নন্দী: মানে, প্রভু বলছিলাম কি যে, চলুন না প্রভু এবছর গিনি মায়ের সাথে আমরাও যাই
এডিনবার্গ

ভূঙ্গী: উত্তম প্রস্তাব, অতি উত্তম প্রস্তাব, আজ্ঞে প্রভু, সেই কতদিন ধরে কৈলাশে থেকে থেকে
বোর হয়ে গেছি, আমাদের একটু চেঞ্জ হলে মন্দ হয় না.

মহাদেব: (কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে) চোপ , বেয়াদপ, চোপ দু দু দুখানা মাথামোটা ঢালা
জুটেছে, প্রভু!! চলুন না!!!!

সারাটা বছরে এই পাঁচটা দিন মাত্র ছুটি পাই, একটু relax করবো কিনা, "চলুন প্রভু আমরাও
যাই"... আর একবার যদি শুনি, পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাবো..

নন্দী: না মানে প্রভু, আমি বলেছিলাম কিযে, শুনেছি, স্কটল্যান্ড নাকি খাসা দেশ, ওখানে শুধু,
স্কচ আর হুইস্কি।... কিসব বলে যেন সিঙ্গেল মন্ট, এই ভূঙ্গী বল না... আমাকে যে কত জ্ঞান
দিলি তখন...

ভূঙ্গী : হ্যাঁ প্রভু, নন্দী ঠিকই বলছে, ওই তো সেদিন, স্বর্গের ঠেকের বিদেশী মাতাল কেণ্ট
বলছিলো,

নন্দী: কেণ্ট? সে কবে থেকে আবার বিদেশী হলো রে....

ভূঙ্গী: অরে, কেষ্ট রে, কেষ্টোফার, কেষ্টোফার, সাহেব মাতাল!!

মহাদেব: অশিক্ষিত, যতসব। ওটা কেষ্টোফার নয় রে মর্কট, ওটা ক্রিস্টোফার, ক্রিস্টোফার, হ্যাঁ
তা কি বলে ক্রিস্টোফার?

ভূঙ্গী: কেষ্ট দা বলছিলো, ওদের দেশে নাকি গ্যালন গ্যালন হুইস্কি, দিন রাত শুধু হুইস্কি খাচ্ছে
আর হিসি করছে, হুইস্কি খাচ্ছে আর হিসি করছে।..

মহাদেব: ব্যাপারটা মন্দ বলিস নি তোরা, সিঙ্গেল মল্ট এর কদর যে জানে সে জানে।..তা
হলেও, নো কম্প্রাইজ, আমাকে লোভ দেখাবিনে,

এই পাঁচ দিনের ছুটি আমি কিচ্ছুতেই স্যাক্রিফাইস করছি না... ওসব স্কটল্যান্ড, ফটল্যান্ড
আমার লাগবে না, আমার 'দিশী' বাংলাই ভালো।...

(Scene – 3)

গণেশ আর কার্তিকের প্রবেশ ...

গণেশ: বাবা, ও বাবা আমার পাসপোর্ট টা বের করে দিও, আর সাথে কাতুর তা দিও ... ও কাতু ,
তোর টা তো আবার মাইনর, যেতে দেবে তো!!

কার্তিক: বাজে কথা বলবি না দাদা, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, আমি ও প্রাপ্তবয়স্ক, ভোটাধিকার
আছে আমার। ...

গণেশ: ভোটাধিকার, হা হা হা হা, বায়ো কি তেও , মা বলে আও কম! তার আবার
ভোটাধিকার।..

মহাদেব: আহা , আহা আবার ঝগড়া কিসে দুই ভাইয়ে তা বাছাধন, তোমাদের দুজনের কি
এক্কিকিউজ কোলকাতা না যাওয়ার ? তোমরা ও কি মায়ের পিছু পিছু চললে এডিনবরা

গণেশ: আজে হ্যাঁ। যথার্থ ...

কার্তিক: yes pops , you are right , we too are going to Edinburgh

গণেশ: দেখো বাবা, প্রত্যেক বছর ওই একই কোলকাতার পুজোর বিরিয়ানি খেয়ে খেয়ে হেজে
গেছি পুরো। ব্যাটারা পুজোর মার্কেটে কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি সবে তে মারে... মাংসের পিস্ টা
এইটুকু, আলু খুঁজে পাওয়া যাবে না ... লাস্ট ইয়ার তো ডিম্ টা অবধি মাইনাস করে
দিয়েছিলো।

না না আমি যাচ্ছি না, এবছর শুধু ব্রিটিশ ব্রেকফাস্ট , স্টিক , হ্যাম , সসেজ, স্ক্র্যাঞ্চলড এগ,
রোস্টেড পটেটোজমিয়ে খাবো।

কার্তিক: হ্যাঁ তুই শুধু সারাটা দিন খেয়েই যা, হাতি কোথাকার, কাজ কন্মো নেই সারাদিন শুধু খাই খাই আর খাই খাই...

গণেশ: চুপ কর, পেট রোগা naughty boy . জানো বাবা, এবার নাকি মাছ খাওয়া নিয়েও সমস্যা ..., কোন গোঁড়া পার্টি নাকি বলেছে, মাছ হলো গিয়ে বিষ্ণুর অবতার, খাওয়া যাবে না. সেই শুনে তো আমি সোজা গেলাম বিষ্ণু কাকুর কাছে কন্ফার্ম করতে, দেখি বিষ্ণু কাকু জমিয়ে সসে ডুবিয়ে ফিশফ্রাই আর ফিশ কবিরাজি সাঁটাচ্ছে। না না আমি এবছর কোলকাতা যাচ্ছি নে, এই পাঁচ টা দিন শুধু স্যামন , হ্যাডক , কড আর ফিশ এন্ড চিপসেই কাটবে। যা সিদ্ধি টিদ্ধি দেবার ডিউটি আমার ছিলো সব আউটসোর্স করে দিয়েছি। আর এবছর এডিনবরা এ গণেশ চতুর্থী তে ওরা বেশ খাতির করেছে, আমি মায়ের সাথেই যাচ্ছি, কন্ফার্ম।

কার্তিক: হ্যাঁ বাবা আমিও পুরো ৪ দিনের টুর প্ল্যান করে নিয়েছি। Highland , Isle of skye, Invernes , Oban, দুর্দান্ত সব ছবির মতো লোকেশন, castle , selfie তুলবো আর facebook এ ছাড়বো, তুলবো আর ছাড়বো , তুলবো আর ছাড়বো পুর শাহরুখ খানের স্টাইলে

গণেশ: আর পড়বি কিরে কাতু ? স্কটিশ কিল্ট??

নন্দী, ভূঙ্গী: স্কটিশ কিল্ট!!! সে আবার কি জিনিস গো কেতো ভাইপো?

গণেশ: আরে 'ফ্রক' গো 'ফ্রক' স্কটিশ লোকেরা প্যান্টের বদলে পড়ে।

কার্তিক: ইয়ার্কি মারবি না দাদা, ওটা ওদের ট্রাডিশনাল ড্রেস, আমি দু দুখান অর্ডার দিয়েছি, আর তুই বা ফ্যাশনের কি বুঝবি, ভুঁড়ির যা সাইজ পাজামা ছাড়া তো কিছুই আর ঢোকেনা।

গণেশ: জানিস কেতো , আমি একটা স্কটিশ folk song শুনেছি, যার বিষয়বস্তু হল গিয়ে, স্কটিশ রা নাকি কিল্ট এর তলায় underwear পড়ে না... তুইও কি তাই করছিস নাকি??

কার্তিক: দাঁড়া , আজ তোকে মেরেই ফেলবো।..

(তাড়া করতে করতে দুই ভাইয়ের প্রশ্নান)

Scene -4

সরস্বতী: মা, ওমা, মাগো, আমার ব্যাগ তা গুছিয়ে রাখলে কি?

দুর্গা : হ্যাঁ দিয়েছি, দিয়েছি

সরস্বতী: একি। .. একি করেছ মা? এতো মোটা মোটা সোয়েটার কি হবে?

দুর্গা : নারে মা খুব ঠান্ডা ওখানে, লাগবে ওখানে সাথে রাখ...

সরস্বতী: দূর দূর ঠান্ডা থাক, এতো মোটা মোটা সোয়েটার, জ্যাকেট পড়লে একটা ফটোও ভালো উঠবে না, বের করো সব শিগগির।

মহাদেব: তা মা সরু , তুই তো যেতে পারতিস কোলকাতা , তুই কেন মায়ের সাথে চললি মা?

সরস্বতী: try to understand dad ! এবার আমার প্রচুর assignment ওখানে, যেতেই হবে গো। এডিনবরা ইউনিভার্সিটি তে স্পেশাল লেকচার আছে আমার, ওদের একটা মোবাইল app বানাবার আইডিয়া দিয়েছিলাম, খাবারের প্লেট টা নিয়ে মোবাইলের সামনে ধরলেই, স্ক্যান করে বলে দেবে কত ক্যালোরি ইনটেক হচ্ছে,, নিউট্রিসিয়াস ভ্যালু কি আছে সব। পুরো ডায়েট কন্ট্রোল app . app টা লঞ্চ করে লক্ষ্মী দিদি কেই দেব ফার্স্ট ইউজার হিসাবে, দিন দিন ঘেরকম ফুলছে। ..

লক্ষ্মী:তোর মতো না খেয়ে ডায়েট করি আর কি? আরে বুঝবি না রে বুঝবি না তুই , যার পকেট ভারী না, তার একটু গায়ে গতরে বেশী লাগে ...

দুর্গা : এই দুই বোনে আবার শুরু হলো, থাম তো দেখিনি... এই যে সরু মা তুই যে কি একটা নতুন বাজনা শিখবি বলি যে?

সরস্বতী: হ্যাঁ হ্যাঁ Bagpiper . ওটা আমার cv তে নেই, এবারে অ্যাড করে নেবো।

ভূঙ্গী: ও নন্দী দা এই সরোসত্তি, কি বলে গো? bagpiper !! সেট আমাদের দিশী মাল ...

সরস্বতী: উফফ নন্দী কাকা, তোমরাও না , সারাক্ষন খালি মাথায় ওই এক চিন্তা , এ bagpiper
সে bagpiper নয় গো, এটা হলো স্কটল্যান্ডের জাতীয় বাদ্যযন্ত্র , তোমরা যেটা বলছো, তার
স্টিকারে ছবি আছে দেখে নিও...

মহাদেব: তা লক্ষ্মী মা, কেউই যখন যাচ্ছে না, তুই একাই না হয় কোলকাতা যা মা, ওখানকার
ইকোনোমিটাও তো দেখতে হবে তোকেই ...

লক্ষ্মী: পাগল নাকি! ওখানে গিয়ে 'চপশিল্পে ' আমি atleast invest করছি না...

নন্দী: 'চপশিল্প ' এবার কি নতুন ইন্ডাস্ট্রি প্রভু? আগে তো শুনিনি?

লক্ষ্মী: একটু খবরের কাগজে চোখ রাখো নন্দী কাকা জেনে যাবে, এটাই এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল
এর hot cake ইন্ডাস্ট্রি। এর বেশি আর কিছু বলা যাবে না, সেন্সর বোর্ড কেটে দেবে।

চারদিন প্রচুর কাজ বাবা এডিনবরা তে , ব্রেক্সিট ভোট হবার পর থেকে ওদের অবস্থা খুব
খারাপ , বড় বড় ব্যাংকের কর্ণধার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা অনেক করে রিকোয়েস্ট করেছে যদি
একটু ম্যানেজ করে দি। ইউরো, ডলারের তুলনায় স্টার্লিং পাউন্ডের এর করুন দশা , আমার
লক্ষ্মীর ভাঁড়ার ই এবার ওদের ভরসা।

দুর্গা : হ্যাঁ মা তুই ছাড়া আর কে পারবে বল, নে মা গুছিয়ে নে , ফ্লাইট এর দেরি না হয়ে যায়
শেষে

(Scene -5)

মহাদেব: বেশ বুঝলাম, তা তোমরা যখন সবাই মনস্থির করেই নিয়েছো, যাও এডিনবরা। তা ঐ আহাম্মক অসুর টাকে খবর দিয়েছো কি? ওখানে গিয়ে বধ করবে টা কাকে সেই যদি না যায় তো?

দুর্গা :খবর তো দেওয়াই আছে। যাবে ঠিক, একটা ফোন লাগাতো নন্দী, দেখতো এখনো এলো না কেন?

(অসুর এর আগমন)

মহাদেব: এই এই এটা কে রে?

অসুর: কি কাকা চিনতে পারলে না? আমি অসুর গো, মহিষাসুর...

মহাদেব: চ্যাংডামো হচ্ছে, এরকম রোগ পাতলা চেকনাই চেহারার অসুর

অসুর: সেই তো মান্ধাতার আমলে পরে আছে গুরু! সিনেমায় দেখোনা, আজকাল ভিলেনরাও হিরোর মতনই স্মার্ট হয়, অসুর মানেই মোটা, কালো, হুমদো মার্কা হতে হবে না? যতসব Racist মেন্টালিটি....

মহাদেব: এই কি বললি ? কি বললি হতভাগা, আমাকে Rapist বললি

অসুর: বয়স হচ্ছে, কানে একটা যন্ত্র লাগাও!! rapist না racist বলেছি, racist , বর্ণবিদ্বেষী।

নন্দী: থাম,তুচ্ছ প্রাণী, শোন তোকে এবছর এডিনবার্গ যেতে হবে, পার্বতী মা ওখানে যাচ্ছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

অসুর: হ্যাঁ জানি তো, দুগ্ধা তো আমাকে এক মাস আগেই হোয়াটস্যাপ করে দিয়েছিলো,
সেইমতো আমি এই তো এক হপ্তা আগে এডিনবরা ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যালে গিয়ে সব রেকি করে
এলুম।

ভৃঙ্গী: আবার ঢপ , আবার ঢপ দিলি বাঁদর অসুর কোথাকার তুই গেলি কি করে? তোর
পাসপোর্ট তো প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে জমা আছে ...

অসুর: তোরা দুটো না মাইরি পুরো backdated মাল, আমি হলাম গিয়ে অসুর, বুঝলি অসুর
.... ওসব, পাসপোর্ট টাসপোর্ট আমার লাগেনা Illegal Immigrant বোঝো!! আমস্টারডাম
থেকে সোজা বাঁপ north sea তে,উঠলাম এসে এডিনবরা! পাসপোর্ট লাগবে কিসে?

মহাদেব: হতভাগা, রাস্কেল শুধু দু নম্বর ...

অসুর: কে রে এটা কে রে? দুগ্ধা কতদিন বলেছি তোকে ডিভোর্স দে এই বুড়ো টাকে , তা না
শুধু আমার সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা.... কি যে পাস্ প্রতি বছর আমাকে মেরে?

মহাদেব: হ্যাঁ যুদ্ধ তো হবে বৈকি, তা লোকেশন টা কোথায় শুনি?

অসুর: তুমি কিচ্ছু ভেবো না কাকা, সব বুক করা আছে, সপ্তমীতে Calton Hill , অষ্টমীতে
Arthur seat এর মাথায়, আর নবমীতে ফাইনাল ব্যাটেল এক্কেবারে এডিনবরা ক্যাসেলে
দশমীতে water of leith হয়ে সোজা north sea তে বিসজ্জন।

দুর্গা : দিন দিন অসভ্যতা যেন বাড়ছে। ফি বছর শিক্ষা দিয়েও শুধরোতে পারলুম না। এই
শোন, তোকে যে মোষের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, হয়েছে কি? ওখানে তো আবার মোষ
available না।

অসুর: তুমি কিছুটি ভেবো না দুগ্ধা ডার্লিং, মোষ নেই তো কি? কোই বাত নেহি ,
অন্টারনেটিভ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এই দেখো, 'hairy Coo' এক্কেবারে খাঁটি স্কটিশ। এবার এই
'hairy coo' এর পেট চিড়েই বেরোবো।

নন্দী: 'hairy coo' সে তো আসলে cow !! এ ব্যাটা নির্ঘাত কংগ্রেস...

ভৃঙ্গী: দাঁড়া দিচ্ছি খবর মোদী কে। এমন বাঁশ দেবে না ...

অসুর: দেখো শিবু কাকা, আমি অসুর হতে পারি, কিন্তু মন থেকে পুরো clear . তুমি চাপ নিও
না গুরু, তোমার বৌ দুগ্ধা আর ভাইপো ভাইঝিরা পুরো safe থাকবে আমার সাথে! you no
tension এই যে কেতো ভাইপো, তোমার সাথে আমার অষ্টমীর night out কিন্তু fixed ,
ফুলটু party হবে whole night .

মহাদেব: থাম থাম হতভাগা, নাও নাও তোমরা সব রেডি হয়ে নাও গে , সময় যে হয়ে এলো.
ওরে নন্দী, যা তাড়াতাড়ি একটা উবের ডেকে দে, আর দেরি করিস নে।

দুর্গা : আসি গো, এই কদিন সাবধানে থেকো, বেশী অনিয়ম কোরো না, থাইরয়েড এর ওষুধ
গুলো মনে করে খেয়ো।

দুর্গা : যাচ্ছি বটে এডিনবরা, তবে কোলকাতার জন্যও মনটা কেমন করে, ওদের জন্য
আশীর্বাদ আর ভালোবাসা রইলো, সামনের বছর যাবো ক্ষণ। আর এই এডিনবরা তে তোদের
কেও বলি, বাছা, বিদেশে বিভূঁইয়ে সাবধানে মিলেমিশে থাকিস, নিজের দেশের অভাবী
মানুষগুলোর কথা ভুলে যাসনা না যেন। বাংলার নাম উজ্জ্বল করিস।

সবাই: বলো দুর্গা মাই কি জয়!!

সমাপ্ত